যুগান্তর

তারিখ 20 MAY 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

সম্প্রসারিত প্রাথমিক শিক্ষা

চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে হবে

প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। ২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতিতেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল বিষয়টি। কথা ছিল, ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং ২০১৮ সালের মধ্যে সিদ্ধান্তটি কার্যকর করা হবে। এ সিদ্ধান্তের আলোকে তখন বেশ কিছু করণীয়ও ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষানীতির এ সংক্রান্ত নির্দেশনা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। গত ছয় বছরে এমনকি কোনো পরিকল্পনা বা রূপরেখাও তৈরি হয়নি। এমন অবস্থাতেই হঠাৎ করে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে সরকার। অর্থাৎ বলা যায়, প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করার সিদ্ধান্ত তাত্ত্বিকভাবে ইতিবাচক হলেও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোর নিষ্পত্তি না হওয়ায় সিদ্ধান্তটি এখন পর্যন্ত চ্যালেঞ্জিং।

শিক্ষাবিদ ও শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা স্বাভাবিক কারণেই সরকারের এ সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তারা বলছেন, সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন করতে হলে অন্তত পাঁচ ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। এগুলো হল যথাক্রমে— আইনগত, স্কুল ব্যবস্থাপনা, শিক্ষকের পাঠদান, কারিকুলাম ও পাঠ্যবই। এ পর্যবেক্ষণের সঙ্গে দ্বিমত পোষণের সুযোগ নেই। বস্তুত বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন না করেই জাতীয় শিক্ষানীতির এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বর্তমান আইন অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক; কিন্তু ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি, ভর্তি ও পরীক্ষা ফি দিতে হয়। বর্তমান সিদ্ধান্তের ফলে বিষয়টির নিষ্পত্তি কীভাবে হবে, সেটাও এক বড় প্রশ্ন। এ ছাড়া নতুন পাঠ্যক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক-নির্দেশিকার কথা জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হলেও এর কোনো সুরাহা এখন পর্যন্ত হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্তটি আপাতদৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য বলা চলে। কিন্তু আমরা বলব, এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এর সঙ্গে যুক্ত অনুসিদ্ধান্তগুলোরও বাস্তবায়ন দরকার। এনসিটিবির মতে, বর্তমানে দুই স্তরের শিক্ষাকে এক স্তরে নিতে হলে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক নতুন করে তৈরি করতে হবে। বর্তমানে দুই সমাপনী পরীক্ষা বজায় থাকবে, নাকি একটিই সমাপনী পরীক্ষা চালু হবে, সেটাও এক বড় প্রশ্ন। এছাড়া বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী শিক্ষা বিশ্লেষণাত্মক ও সৃজনশীল, যা প্রাথমিক স্তরে অনুপস্থিত। বিষয়টির কীভাবে সমন্বয় হবে, সেটাও ভাবার বিষয়।